অভ্যুদয়

(গীতিনাট্য)

কংগ্রেস
সাহিত্য
সংঘ

শ্রীকিরণকুমার দত্ত।

কংগ্রেস-সাহিত্য-সংঘের পক্ষে
রঞ্জন পাবলিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা

মূল্য এক টাকা

শ্রাবণ ১৩৫৩

রঞ্জন পাবলিশিং হাউসের পক্ষে ও শনিরঞ্জন প্রেস ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

এই নাটকে অংশগ্রহণ করিয়াছেন—

সঙ্গীতাংশে ঃ শ্রীমতী অলকা চৌধুরী, উমা দাস, কবিতা রায়, শ্রীমতী কমলা চট্টোপাধ্যায়, গোপা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী গৌরী সেন, চিন্ময়ী ভট্টাচার্য, পারুল মুখোপাধ্যায়, বিদ্যুৎপর্ণা দাশগুপ্ত, শ্রীমতী মঞ্জু সেন, রমা দাস, শোভনা ধর, শোভা দত্ত, সবিতা সিংহ, স্নেহ চৌধুরী, সুদত্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী সুচিন্তা দুগার, অজিত দত্ত, অমল সেন, অন্নদা ভট্টশালী, ইন্দ্র দুগার, কানাই দত্ত, গোপাল বসু, জ্যোতিরিন্দ্র ভট্টাচার্য, দিলীপ রায়, দিলীপ রায়চৌধুরী, পরিমল রায়চৌধুরী, পরিমল সেন, পৃথ্বীশ রায়চৌধুরী, লাবণ্য ঘোষ, শিবব্রত রায়, হীরক রায় ও হিতব্রত রায়।

নৃত্যাংশে ঃ আরতি বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপালী ভট্টাচার্য, মঞ্জুশ্রী দত্ত, লীলা দাশগুপ্ত, শিপ্রা মিত্র, সন্ধ্যাশ্রী সেন, স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুদত্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, হাসি বন্দ্যোপাধ্যায়, অধীর বিশ্বাস, অজিত পাল, ইন্দ্র দুগার, কুলভূষণ গুপ্ত, দিলীপ-কুমার, বলাই দত্ত, বিমল পাল চৌধুরী, ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন সেন ও শক্তি রায়চৌধুরী।

সুর সংযোগ ও সঙ্গীত পরিচালনা — সুকৃতি সেন :

নৃত্য-প্রযোজনা — প্রহ্লাদ দাস :

ভূমিকা

১৯৪৪ সালে বিদেশী রাজশাসনে কংগ্রেসের কণ্ঠ যখন রুদ্ধ ছি
তখন তার মুক্তির ডাক ও ভাবের ধারা দেশের মনে অব্যাহত রাখা
প্রয়োজন হয়েছিল। "কংগ্রেস-সাহিত্য-সংঘ" তার জন্য যে সব আয়োজ
করেছিল, এই 'অভ্যুদয়' গীতি-নাট্যের অভিনয় তার মধ্যে একটি প্রধান
'অভ্যুদয়' যে জনচিত্তকে আকৃষ্ট করেছে, কলিকাতার বহু অভিন
জনসমাগম ও দর্শকদের উৎসাহ তার প্রমাণ। গ্রন্থাকারে এই গীতি
নাট্যটি প্রকাশ করা হ'ল। অভিনয়ের জন্য যার রচনা, ছাপা
কালিতে তার ঔজ্জ্বল্য থাকে না। তবুও আশা করা যায় এ ব
পাঠককে কিঞ্চিৎ আনন্দ দেবে, যাঁরা এর অভিনয় দেখেছেন এবং যাঁ
দেখেন নি। কিন্তু এ বই প্রকাশের প্রধান কারণ যে, যাঁরা ইচ্ছুক
উৎসাহী, দেশের সর্বত্র তাঁরা যাতে এর অভিনয় করতে পারেন
যাঁরা কংগ্রেসের ভাবপ্রচারের উদ্দেশ্যে এর অভিনয় করতে ইচ্ছা করবে
তাঁরা সহজেই কংগ্রেস-সাহিত্য-সংঘের অনুমতি পাবেন। এর অভিনয়ে
বহুলপ্রচারই কংগ্রেস-সাহিত্য-সংঘের কাম্য।

'অভ্যুদয়' নাটকটির পরিকল্পনা শ্রীসুবোধ ঘোষের; সমস্ত নাটকটি
আবৃত্তি অংশ, বিভিন্ন ভূমিকার গদ্যরূপ ও "জাগে নব ভারতের জনতা
গানটি তাঁর রচনা। শ্রীমতী নিরুপমা দেবী "ও ভাই চাষী মাভৈ গাও"
"গ্রামের রজনীগন্ধা" ও "মহাসমরের দাস নাহি মোরা" নাটকের বিশি
তিনটি ভূমিকার কথাকে গানে রূপান্তরিত করেছেন। নাটকের বাকি
সমস্ত ভূমিকার কথা শ্রীসজনীকান্ত দাস গানে রূপান্তরিত করেছেন
প্রস্তাবনার গান ("হতচেতন ভারতবাসী") এবং বিপ্লবীর গা

("ওদের আইন ওদের থাক্") শ্রীসজনীকান্ত দাসের নিজস্ব রচনা। তাঁরা সকলেই সংঘের অন্তর্গোষ্ঠীর লোক। এঁরা এই গ্রন্থের স্বত্ব কংগ্রেস-সাহিত্য-সংঘকে দান করেছেন। সংঘের পক্ষ থেকে তাঁদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

আষাঢ়, ১৩৫৩

সভাপতি, কংগ্রেস-সাহিত্য-সংঘ

অভ্যুদয়

প্রস্তাবনা

হৃতচেতন ভারতবাসী,
জাগো—জাগো এ তন্দ্রা তেয়াগি।
জাগো উল্লাসে জাগো॥
নাশি রাত্রির তমিস্রারাশি
একা—মহাসংযমী আছেন জাগি।
জাগো নির্ভয়ে জাগো॥
হিংসাক্ষুব্ধ ভবজলধি শোণিত-তরঙ্গরোলে,
শত অসত্য অন্যায় মাঝে সত্যের কেতন দোলে।
জাগো—অহিংস কল্যাণভাষী,
জাগো সার সত্যের অনুরাগী।
জাগো আনন্দে জাগো॥
দম্ভের শাসননাশন ওই শোন নব অভ্যুদয়-বাণী,
ধ্বংসের শ্মশানভস্মমাঝে হের শিব-বরাভয়-পাণি।
হও উত্থিত জাগ্রত সবে মুক্তির জ্যোতির্লোকে,
আর থেকো না বিমূঢ় কেহ আত্মলাঞ্ছন-শোকে।
জাগো—ভারতের মুক্তিপিয়াসী
ধরণীর শান্তির লাগি।
জাগো গৌরবে জাগো॥

প্রথম অঙ্ক

[মঞ্চের উপর অর্ধচন্দ্রাকারে গায়ক ও বাদক দলের সমাবেশ। ধূপে, পুষ্পে ও পল্লবে মঞ্চ সজ্জিত। সূত্রধারের আবির্ভাব]

সূত্রধার। "বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী, রাজদণ্ডরূপে"।

শ্বেতদ্বীপের পণ্যতরী যেদিন ভারতের উপকূলের মাটি প্রথম স্পর্শ করে, সেদিন ভারতবাসী বিশ্বাস করেছিল, মসলা ও মস্‌লিনের খোঁজে এক দূর দেশের দরিদ্র প্রার্থীরা এসেছে তাদের দুয়ারে। ভারতবাসী তাদের করুণা করেছিল, আশ্রয় দিয়েছিল।

অকস্মাৎ বণিকের ছদ্মবেশ খ'সে পড়ে, দেখা দেয় উপনিবেশ-শিকারীর মূর্তি। অস্ত্রের ঝনঝনায় সচকিত হয়ে ভারতবর্ষ একদিন বুঝতে পারে—বিদেশীর অভিযান।

মসলার সৌরভে মুগ্ধ হয় নি বিদেশী। মস্‌লিনের স্পর্শে তাদের হৃদয়ে কোমলতার প্রলেপ লাগে নি। ভারতের হিমগিরির মহিমার দিকে তারা শ্রদ্ধাভরে তাকাতে পারে নি। সিন্ধু-গঙ্গা-নর্মদা-কাবেরীর তরঙ্গের ভাষা তারা বুঝতে চায় নি। তারা শুধু গড়েছিল গঞ্জে গঞ্জে কুঠি, বন্দরে বন্দরে দুর্গ।

অনৈক্যে বিচ্ছিন্ন ভারত, অসতর্ক ভারত। মুষ্টিমেয় লুণ্ঠক বণিকের অপরিমেয় ঔদ্ধত্য। পুঞ্জ পুঞ্জ রত্ন-সম্পদ জলপথে অন্তর্হিত। ভারতের ইতিহাসে সেই এক বিমূঢ়তার অধ্যায়। হতাশায় অবসাদে বেদনাক্রান্ত ভারতবর্ষের সত্তা যেন ক্ষণিকের জন্য মুখ গুঁজে

প'ড়ে থাকে। মনে হয়, এ ভারত আর বুঝি জাগবে না। ভারতের বনে কান্তারে উপত্যকায় এক দীর্ঘশ্বাসের ঝড় যেন চুপি চুপি আক্ষেপ করে—না না না, জাগবে না, উঠবে না, চলবে না, সাড়া দেবে না।

তবু জেগে ওঠে ভারতবর্ষ। স্বাধীনতার মান রাখতে প্রাণ-বলির আহ্বান আসে। ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করে ভারতবর্ষ। পলাশীর মাঠে ভারতের স্বাধীনতার সূর্য সকল জ্বালা নিয়ে একবার ঝলসে ওঠে, প্রথম কলঙ্কের বেদনা নিয়ে ডুবে যায়। স্বাধীনতার স্বপ্ন চোখে নিয়ে, হাসিমুখে ফাঁসি যাওয়ার নতুন ব্রতের সূচনা করেন বীর ব্রাহ্মণ নন্দকুমার। একে একে সবাই জাগে, একে একে সবাই যায়। ভারতের ইতিহাসে সেই এক অভিনব আত্মোৎসর্গের দিন। যায় পরম মনস্বী বীর টিপু সুলতান। যায় মারাঠা শৌর্য, শেষ তলোয়ারের আঘাতে বিদেশী শাসনের অভিশাপকে চরম ধিক্কার দিয়ে যায়। বীর শিখের দেশপ্রেম, দেশের মাটিতে স্বাধীনতার পুণ্য প্রেরণাকে চিরস্থায়ী ক'রে রেখে যায় শোণিতলিখায়।

থেমে যায় সুর, জাগ্রত রুদ্র আবার নীরব হয়। ভারতের দুর্গতোরণে আর স্বদেশী নহবৎ বাজে না। রাজ্য ও রাজার ভাঙা-গড়ার নিদারুণ খেলায় ইন্দ্রপ্রস্থের শ্মশানে আবার ভগ্ন সিংহাসনের টুকরো ছড়িয়ে পড়ে।

তবু যেন শুনি সুর, রাজধানী হতে বহুদূরে, বাতাসের স্রোতে রেশ ভেসে আসে। রাজশক্তির সকল পতন-অভ্যুদয়ের আঘাতেও এই সুর স্তব্ধ হয় নি। শোন, শোন, ভারতের অবিনশ্বর গ্রাম-জীবনের মুরলী বাজে। সভ্যতার ইতিহাসে এক দুর্লভ সৃষ্টি আমাদের ভারতের গ্রাম, নিজের পণ্যে ও পুণ্যে, শ্রমে ও শক্তিতে,

সচল সজীব ও স্বরাট। এই গ্রাম কারও উত্তমর্ণ নয়, কারও অধমর্ণ নয়। প্রাণের উৎসবে উচ্ছল সাত লাখ গ্রাম। অরাজকতার অভিশাপ এখানে পৌঁছয় না—দিল্লী অনেক দূর।

[দৃশ্য—উৎসবরত একটি গ্রাম। নরনারীর সমাবেশ। তাঁতী চাষী ইত্যাদি।

মিলিত— দিল্লী অনেক দূর।
চলার পথও যে বন্ধুর॥
যে সুরে ছন্দে এসেছি চলিয়া
সে পথে নাই সে সুর॥
কত পানিপথে পলাশীর মাঠে
রাজা ও রাজ্য চৌচিরে ফাটে,
গুঁড়া গুঁড়া হয়ে রাজা রাজধানী
পথের ধূলায় চূর।
দিল্লী অনেক দূর॥
মোরা গ্রামবাসী কখনও ভাঙি না,
মহাভারতের মোরা প্রাণ-বীণা,
দ্বন্দ্বের মাঝে আমরাই আনি
মিলন সে সুমধুর।
দিল্লী অনেক দূর॥

চাষী— আমি যে গ্রামের চাষী
আমি যে পল্লীবাসী
নিজের পুণ্যে রাজা হয়ে থাকি

মাটির সিংহাসনে,
মেঘ-রৌদ্রের জল্পনাকেই
বাঁধি আল-বন্ধনে ॥
জড়তার সাথে যুদ্ধ করিয়া
রাখি জনতার প্রাণ,
পাথর নিথর মাটির বক্ষে
ফুটাই ফুলের গান ।
আমন-রবিরে আদর করিয়া
স্বপনে ধরিয়া রাখি
চির আউশের আশা আমি, গ্রাম
শ্যামল শোভায় ঢাকি ॥
আমার মাটির নীতি
নাহি জানে রাজভীতি
প্রাণে প্রাণে সে তো কখনও মানে না
অন্যের অধিকার
রাজার প্রাপ্য সেটা জানে আছে
ফসলের ভাগ তার ।
তার বেশি মোরা দিই না কখনো
অন্যায় দাবি সহি নাই কোনো
মোরা চিরকাল মাটিরে কাটিয়া
লভিয়াছি কোহিনুর ।

মিলিত— দিল্লী অনেক দূর ॥

মোরা ভারতের প্রাণ-ভাগীরথী
ভারত-আকাশে কল্যাণ-জ্যোতি

গ্রামের জনতা মহামানবতা
শান্তি সুপ্রচুর।
দিল্লী অনেক দূর ॥

তাঁতী— আমি যে গ্রামের তাঁতী,
(আমি ভাই) সব মানুষের সাথী।
তুলা-রেশমের কোমল অঙ্গে
বর্ণের মালা গাঁথি ॥
সেই মালা আমি সবারে পরাই
গ্রামে আমি রাখি প্রাণের বড়াই
প্রজাপতিদের রঙের মন্ত্র
শিখিয়াছি পাঁতিপাঁতি
চঞ্চল প্রাণ রাখি বহমান
আমি যে গ্রামের তাঁতী ॥
জানি জানি আমি গ্রামের দিঘির
ও জলচুড়ির ছাঁদ,
নৃত্যচপল ঢেউ বাঁধি দিয়ে
রঙিন চেলীর বাঁধ।
আঁচলের পাড়ে তারি সঙ্গীত
লোহিত হলুদ জর্দা হরিৎ
আকাশের নীলে আমি ধরি পেতে
ময়ূরকণ্ঠী ফাঁদ।
ধুপছায়া শাড়ি আলো-ছায়াকারী
দূর গগনের চাঁদ।

আমি বুনি মায়াজাল সন্ধ্যা-সকাল মস্‌লিন মল্‌মল
জামদানী বুটিদার তনুসুখ টলমল ঝলমল।
তুলা-রেশমের সোনার স্বপন
গ্রামের অঙ্গে করি যে বপন
প্রেম-ভালবাসা আমারি ভাষায়
হয়ে ওঠে পরিপূর,
গ্রামের বক্ষে আমি করি বাস

মিলিত— দিল্লী অনেক দূর ॥

আমরা সবাই ভারত-গগনে সাতরঙা রামধনু
মাটি-মার বুকে স্তনপান করি গড়েছি সুঠাম তনু,
মোরা ভারতের অহংকারের, মহাহিমালয় সুচিরকালের
সিন্ধু-গঙ্গা-শোণিত আমরা বিন্ধ্যাচলের চূড়।
দিল্লী অনেক দূর ॥

নারী— আঁধার ঘরের আলোক জ্বালি মাঙ্গলিকের থালা ॥
ঘরে ঘরেই বহন করি সন্ধ্যাদীপের মালা।
দীপারতির গান গাহিয়া
তপ্ত রাখি গ্রামের হিয়া
আমরা প্রদীপ আমরা প্রিয়া
আমরা অগ্নিজ্বালা।
ভারতজোড়া গ্রাম-আরতি আমরা পুরবালা ॥

তুলসীতলায় আমরা আছি পীরের দরগায়,
মালঞ্চে ফুল আমরা ফুটি সবার ভরসায়।
আমরা আছি পূজা-ব্রতে
ঠাকুর-ঘরে গ্রামের পথে
সকল ধর্ম সকল মতে
ঘরের আঙিনায়
আমরা নিত্য জেগে আছি হরষ-বেদনায়॥
মন্দিরে মস্‌জিদে আছি সকল শুভক্ষণে
শান্তি ও সান্ত্বনা মোরা মুক্তি ও বন্ধনে।
আমরা আছি ছায়ার ছলে
গ্রামের পথে দিঘির জলে
ব্যথিত সব চরণতলে
আশার আলিম্পনে।
পূর্ণকলস জল আমরা সকল প্রয়োজনে॥
ভরসা-আশার ঠাঁই আমরা, আমরা অন্তঃপুর
মায়ের কোলে রাখবে মাথা সকল ব্যথাতুর।
আমরা বহিন আমরা জায়া
আমরা আলো আমরা ছায়া
জানে ভালবাসার মায়া
সকল সুরাসুর।
গ্রামের শোভা আমরা আছি—
মিলিত— দিল্লী অনেক দূর॥
আমরা স্বরাট আমরা বিরাট
বজায় রাখি যে আপনার ঠাট

আমরা সমাজ আমরা সাম্য
মোরা চিরচলমান।
সচল সজীব আপন পণ্যে
মোরা বেঁচে আছি চলার জন্যে
শিল্পে ও শ্রমে দুঃখে ও ভ্রমে
চিরচঞ্চল প্রাণ।
মোরা ভারতের সাত লাখ গ্রাম
এক হয়ে আছি যাই দাও নাম
শক্রুরে ভয় করি না আমরা
প্রেমদাস বন্ধুর।
দিল্লী অনেক দূর॥

[গ্রামে একদল বিদেশীর প্রবেশ। লুব্ধ ও প্রখর তাদের চোখের দৃষ্টি, সাজসজ্জা উগ্র, এক-একটি সশস্ত্র মূর্তি]

বিদেশী— হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার হয়ে এসো আগুসার
স্বর্ণশিকারী মোরা মুসাফির দুনিয়ার॥
পলিসির আবরণে লুটে নিতে পরধনে
ছুটিয়াছি প্রাণপণে ভাঙিয়া সকল দ্বার।
হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার হয়ে এসো আগুসার।
আমাদের পিছে পিছে চলে অভিসম্পাত
দৃঢ়পদে ধাই মোরা নাহি করি দৃক্‌পাত
সুকঠিন পদতলে গুঁড়াইয়া ছলে বলে
মূঢ় বিদ্রোহীদলে ভ'রে তুলি ভাণ্ডার।

হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার হয়ে এসো আগুসার ॥
কুটিরশিল্প যত ভেঙে যাই অবিরত
প্রতিযোগিতার ফাঁদে ভেঙে যাব সংসার।
কালো পীত লাল যারা বাঁধা পড়িয়াছে তারা
তুলে দিয়ে ভারা ভারা নিজে হবে সংহার ॥
হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার হয়ে যাব আগুসার ॥

চল্ রে চল্ রে চল্ বানিয়া
পণ্যের পশ্চাতে ছুরিখানা ধরি হাতে
প্রয়োজনে তাই যাব হানিয়া।

আকাশের গ্রহ-তারা-চাঁদ-ধরা ফাঁদখান
ঠিক ক'রে ধর্ ভাই, হয়ে চল্ আগুয়ান।
চ'লে আয় হুঁশিয়ার হয়ে আয় আগুসার
স্বর্ণশিকারী মোরা মুসাফির ছুনিয়ার ॥

চাষী— ওগো পথিক, আমার গাঁয়ে অতিথ হয়ে এস
দেখ আমার বনস্পতির ছায়া।
ওগো পথিক, শ্যামল তৃণে বসতে ভালবেসো
ভালবেসো বনভূমির মায়া ॥

বিদেশী— ছায়ার আসন কে চায় তোমার
পেলাম বহুত ধন
পেলাম জহর পেলাম সোনার
ময়ুর সিংহাসন।

পুরনারী— এস এস এস পরবাসী
এস গো পথিক উপবাসী ॥

মোদের চক্ষে লিখা বারতা যুগান্তের
এখনো রয়েছে অবিনাশী ॥
এ শিলালিপিতে পড় মৈত্রীর কাহিনী
প্রীতি ও করুণা ছাড়া মোরা কিছু চাহি নি,
আমাদের সত্তার সুখ-দুখ-ভাবনার
ভাগ লও এইখানে আসি—
এস এস এস পরবাসী ॥

বিদেশী— না না ওগো না।
তোমাদের ভাবনা তোমাদেরি থাক্ তাহা
ভাগ নিতে আমরা তো যাব না ॥
জোর ক'রে লুটে নেওয়া আমাদের লক্ষ্য
কৌশলে কেড়ে নেব সহস্র লক্ষ
এসে বণিকের বেশে মোরা হব রাজা শেষে
ভালবেসে জানি কিছু পাব না ॥

তাঁতী— হে বিদেশী, এস এস দেখ নয়ন ভ'রে
পদাবলীর ছন্দে মোদের হাতের সরু কাজ।
ললিত কোমল শান্ত মধুর সুর শোন তাঁত-ঘরে।
সবার 'পরে সত্য মানুষ, তাই জেনে যাও আজ।

বিদেশী— পণ্য পেলেই আমরা খুশি পুণ্য নাহি চাই
দু হাত তুলে দাও আমাদের ঘরেই নিয়ে যাই।
নিয়ে এস বস্ত্র রঙিন স্বর্ণবরণ দাও মস্‌লিন
পণ্য আনো রত্ন আনো স্বর্ণ আনো ভাই।
পণ্য পেলেই আমরা খুশি পুণ্য নাহি চাই ॥

তাঁতী— ক্ষমা কর হে বিদেশী, ক্ষম আমাদের
পারব নাকো টানতে মোরা তোমার লোভের জের।
করি না ভয় আমরা প্রভু তোমার ভ্রূভঙ্গীতে
এস এস দোহার ধর মোদের এ সঙ্গীতে।
বিশ্বকর্মা স্বয়ং আছেন মোদের মর্মতলে
(মোদের) জীবন মরণ সবই তাঁরি ইঙ্গিতেতে চলে।
আমরা তাঁরি করব পূজা চরম উপহারে
নিবেদিব আঙুল কাটি হস্ত কাটি তাঁরে।
লোভই তোমার জয়ী হউক পূর্ণ মনস্কাম
জীবন দিয়ে রাখব মোরা মায়ের পুণ্য নাম।

সমবেত গ্রামবাসী—
অকরুণ নির্দয় দূরে যাও হে ভয়াল,
শুভ্র শান্ত দেশে রক্তের বহে লাল
দূরে যাও হে ভয়াল।

বিদেশী— আমি কুঠিয়াল
দূরে যেতে আসি নাই, এইখানে মোর ঠাঁই,
নীল করো, টাকা দাও, নহিলে কঠিন হাল
করবই তোমাদের করবই করব।

চাষী— তার চেয়ে ভাল ঢের আমরা যে মরব।
কেন এই মারামারি, চ'লে এস কুঠি ছাড়ি,
আকাশে চাহিয়া দেখ সেথা কত নীল

বিদেশী— ও নীল চুলায় যাক, আমি চাই নীল।

চাষী— ক্ষমা কর বণিক-বন্ধু, পারব না তা মোরা।
চেয়ে দেখ সোনার ধানের মঞ্জরী দেশ-জোড়া।
নীলের চাষে লাগলে পরে পালাবে যে মানের ভয়ে
হে বিদেশী, জান না হায়, কি গরবী ওরা!
ক্ষমা কর বণিক-বন্ধু, পারব না তা মোরা।

বিদেশী— থাক্ থাক্, যত পার অভিমান কর সার
কড়া আর গণ্ডায় বুঝে নেব অধিকার।
হুঁশিয়ার ভাই সব, হয়ে এস আগুসার
স্বর্ণশিকারী মোরা মুসাফির দুনিয়ার।
লাল ক'রে দেব কালো মানুষের সংসার
সংহার সংহার পুড়ে হবে অঙ্গার
হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার হয়ে এস আগুসার ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

সূত্রধার। কোম্পানির রাজত্ব চলে, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী ভারতের বুকে বিভীষিকা ছড়ায়। টোল মক্তব মাদ্রাসা ও বিদ্যাপীঠ লুপ্ত হতে থাকে। কারুশিল্পের ধ্বংস আরম্ভ হয়, গ্রামের গোধন লুপ্ত হতে থাকে, গ্রামের নদীনালা বন্ধ হয়ে পথ ঘাট জীর্ণ হয়। দেশের বাণিজ্য ক্ষুণ্ণ, কৃষির মরণদশা।

গ্রামের আত্মাকে প্রথম আঘাত দিয়ে বিদেশী ইংরেজ নিয়ে এল ভূমিকর প্রথা—ফসল-করপ্রথার উচ্ছেদ হয়। কর আদায়ের জন্যে

জমিদার নামে একটি নতুন সম্প্রদায় সৃষ্টি করে তারা। শুরু হয় অবাধ খাজনা-আদায়ের নির্মম তাণ্ডব, ক্ষমাহীন ক্ষান্তিহীন শোষণ।

সারা গ্রামের চিত্তে এক দুর্দিনের শোক আকুল হয়ে ওঠে, হাজার বছরের সুস্থ সভ্যতায় পুষ্ট গ্রামের মেরুদণ্ড আঘাতে নত হয়ে আসে, মৃত্যুর ষড়যন্ত্রে প্রাণের ধর্ম সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, মনে হয়, এ গ্রামের হৃদয় হুঙ্কার দিতে পারে না, প্রতিবাদ করতে জানে না।

তবু গর্জন ক'রে ওঠে গ্রামের আত্মা—দুঃসহ দুঃসহ এই অনধিকারীর আক্রমণ, অপমান অকারণ, লোভীর হাতে লাঞ্ছনা। ভারতের ক্ষুব্ধ কৃষকের বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহের আবাহন করে ভারতের গ্রামের চাষী—ওঠ, জাগো, আপনার অধিকার ছেড়ো না, মাভৈঃ! মাভৈঃ! মাভৈঃ!

[বিদ্রোহী নীলচাষীদলের আবির্ভাব]

চাষী— ও ভাই চাষী মাভৈ গাও।
তোমার লাঠির পুণ্য দিয়ে
নীলের চাষের পাপ ঘুচাও।
মাটি এবার হোক্ রে লাল
দেখুক সবাই কে ভয়াল
তাড়াও ভণ্ড লোভীর পাল
দণ্ড তোমার বাগিয়ে নাও।
কান পেতে ভাই শোন্ ওরে,
মুক্তি এল তোর দোরে
তারি নিশান ওই ওড়ে
চোখ মেলে কি দেখতে পাও।
ও ভাই চাষী মাভৈ গাও॥

[অকস্মাৎ উন্মত্তের মত বিদেশীদিগের প্রবেশ, তাদের চোখের দৃষ্টিতে প্রতিহিংসা, তাদের সঙ্গে একদল সুবাধ্য দেশী সিপাহী]

বিদেশী— স্বর্ণশিকারী দল চল হে,
জয় জয় জয় সবে বল হে ॥

[সিপাহীদের দিকে তাকিয়ে বিদেশীরা নির্দেশ জানায়—বিদ্রোহী চাষীদের আঘাত কর]

সংহার সংহার—মার্ মার্ মার্ মার্ ।
সাবাস সিপাহী ভাই, ক্ষত্রিয় তোমরাই,
মহাবীর দল সবে চল হে ॥
ক্ষমা নাহি কর আর চাষাদের হুঙ্কার
পদতলে তাহাদের দলো হে ।
স্বর্ণশিকারী দল চল হে ॥

[সিপাহীরা অস্ত্র উত্তোলন করে, কিন্তু অকস্মাৎ দূরে নেপথ্যে আবেদনের মত যেন এক আকাশবাণী ধ্বনিত হতে থাকে—

"স্বাধীনতা হীনতায়
কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায় ।
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায় ?"

সিপাহীরা বিচলিত হয় । হঠাৎ তারা ফিরে দাঁড়ায়, অস্ত্র নামিয়ে নেয়]

সিপাহী— হমারা দেশ হমারা গাঁও,
হঠ্ যাও সব তফাৎ যাও ।

[সিপাহীরা বিদেশীদের ওপর অস্ত্র উত্তোলন করে । সংঘর্ষ আরম্ভ হয়]

বিদেশী— স্বর্ণশিকারী দল চল হে,
জয় জয় জয় সবে বল হে।

নীলচাষী— ও ভাই চাষী মাভৈ গাও,
রক্ত-তিলক ছাপ লাগাও।

সিপাহী— হমারা দেশ হমারা গাঁও,
হঠ্ যাও সব তফাৎ যাও।

[দূরে ধ্বনিত হয়—"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায়।" সংঘর্ষ চলতে থাকে]

তৃতীয় অঙ্ক

সূত্রধার। বিদ্রোহ থেমেছে। তোপের মুখে বিলীন হয়ে চরম মূল দিয়ে গেছে বিদ্রোহীরা। সারা দেশকে নিরস্ত্র করা হয়েছে।

কোম্পানির রাজত্বশেষে খাস ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের শাস আরম্ভ হ'ল। ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা শুনল ভারতবাসী— কত রকম আশ্বাসে, কত রকম প্রতিশ্রুতির স্তোকবাক্যে রচিত এ বিচিত্র ঘোষণা! ভারতের ইতিহাসে মিষ্টিমুখে দেখা দিল ধূর্ত এ সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ।

ভারতের জীবন এক মারাত্মক অপঘাতে অবসন্ন। কোথা প্রতিবাদ নেই। শোষণের অভিযান শুরু হ'ল, দরিদ্র হৃতস ভারতের অর্থসম্পদ বস্ত্রশুল্কের ভেলকিতে ইংলণ্ডে চ'লে যা জাহাজ বোঝাই বিদেশী পণ্য ভারতের বন্দর ভ'রে তোলে প্রয়োজন থাক্ বা না থাক্, দরিদ্র ভারত দ্বিধাকম্পিত হাতে

পণ্য কিনে নিজের সংসারে অলক্ষ্মীর ছায়া ডেকে নিয়ে আসে। প্রত্যেক প্রদেশে দুর্ভিক্ষে লক্ষ মানুষের প্রাণ যায়।

আবার মনে হয়, ভারতের সংগ্রামী মেরুদণ্ড যেন চিরকালের জন্য ভেঙে গেছে, আর জাগবে না ভারত, ভারতের জাতীয় জীবনের হৃৎপিণ্ড সেই গ্রাম ভেঙে ছিঁড়ে গেছে। নতুন রকমের জনপদ, রাজধানী শহর কাছারি কলেজ ও কারখানা গ'ড়ে উঠছে, গ্রাম ভেঙে শহর গ'ড়ে উঠেছে, হাজার বছরের রাষ্ট্রবিপ্লবে যে গ্রাম ভাঙে নি, সাম্রাজ্যবাদের প্রথম আক্রমণে সেই গ্রামের প্রাণ পরাভূত।

গ্রামের জীবনে আর উৎসব নেই, ভেঙে গেছে হাজার বছরের মুরলী, গ্রামের বাতাসে পীড়িত মানবতার কান্না ভেসে বেড়ায়—নাই নাই নাই—কিছু নাই—

(গ্রামনারীদের শোকগীতি)

গ্রামের রজনীগন্ধা, তোমার ঢাকো ঢাকো মুখখানি
স্থরভি তোমার নাই,
বনস্পতি যে আঁখি-পল্লবে ছায়া নাহি দেয় আনি
নাহি শান্তির ঠাঁই
কিছু নাই কিছু নাই॥
ওগো অচেতন হে নিরাভরণ,
দেখ ভেঙে এই মোহ আবরণ
জীবনের মাঝে কে হেন মরণ
এনেছে ভেবে না পাই॥

মহামানবের পান্থশালার
কে নিবাল আলো এ দীপমালার
নিবিড় নিরেট গহন আঁধার
যত দূর পথ চাই
দাঁড়াও পথিক ভাই ॥

চতুর্থ অঙ্ক

সূত্রধার। কিন্তু পরাভব, পরাজয়, অবসাদ, শোক ও বিষাদ—ভারতের ইতিহাসে কখনই এরা চরম সত্য নয়। সকল অগ্নিপরীক্ষায় শুদ্ধ হয়ে ভারত জেগে ওঠে নববলে বলীয়ান হয়ে। আবার সারা দেশের চেতনায় স্পন্দন লাগে, আলোড়ন জাগে, আত্মমর্যাদা ও আত্মগৌরবের সুর শোনা যায়। কিন্তু গ্রামের জীবনে তার কোন সাড়া নেই, এ সুর ভারতের শহরের সুর।

বিদেশী শাসক ভেবেছিল, গ্রাম ভেঙে যে শহর তৈরি করা হ'ল, এ শহর বুঝি ক্রীতদাসের কৃতজ্ঞতায় শাসকের কাছে বাঁধা থাকবে চিরকাল। কিন্তু তাদেরই সৃষ্টি এই শহরের হৃদয়ে নতুন ক'রে প্রতিবাদের রব জেগে ওঠে। সাহিত্যে শিল্পে সমাজসংস্কারে ও সমাজসেবায় এক নতুন প্রেরণার বন্যা আসে। দেশপ্রেম, জাতিপ্রেম ও মুক্তির স্বপ্ন ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে থাকে।

সারা ভারতবর্ষের নবজাগ্রত চেতনা প্রকাশের পথ খুঁজছিল। ভারতের ইতিহাসে সর্বপ্রথম এই সমষ্টিগত প্রতিভা ও চেতনা এক

অভিনব ঐক্যের প্রসাদে রূপ গ্রহণ করল, আবির্ভূত হ'ল ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস।

[জনতা ও শ্রোতৃমণ্ডলীর জয়ধ্বনি, অর্কেষ্ট্রায় অভিনন্দনের সুর]

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। সভ্যতার ইতিহাসে এই মহান্ আবির্ভাব সেদিন নিতান্ত নিরাড়ম্বরভাবে দেখা দিয়েছিল। ভারতীয় ঐতিহ্যের লুপ্ত একটি রত্নকে ভারত সেদিন যেন নতুন ক'রে আবিষ্কার করে। দু হাজার বছর আগে প্রিয়দর্শী মহারাজ অশোক যে সঙ্ঘারামের আদর্শে সারা পৃথিবীতে মুক্তি শান্তি ও মৈত্রীর সত্যকে সফল করেছিলেন, জাতীয় কংগ্রেস সেই ভারতের মাটিতে ভারতের প্রতিভা ও ইতিহাসের ইঙ্গিত নিয়ে আবার নতুন রূপে—কংগ্রেসের রূপে দেখা দিল।

কংগ্রেসের প্রথম যুগ, ব্রিটিশ শাসকের ওপর বিশ্বাসের যুগ। কঠিন ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার গুণে কংগ্রেস এই বিশ্বাসের পথে এগিয়ে চলেছিল। কংগ্রেসের শিক্ষায় ভারতের জনতা একজাতি হয়ে গ'ড়ে ওঠে। স্বদেশের প্রত্যেক লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রতিবাদ করে। কংগ্রেস দাবি করে রিফর্ম—শাসনের সংস্কার।

সাম্রাজ্যবাদীর সন্দিগ্ধ মস্তিষ্কে কূটনীতি ধূমায়িত হয়ে ওঠে। কংগ্রেস এগিয়ে চলে, বিদেশী শাসক কান পেতে শোনে এক মহাশক্তিমান বিপক্ষের দৃঢ় পদক্ষেপের ধ্বনি। নবজাতীয়তার আবির্ভাবকে অঙ্কুরে বিনাশের প্রথম আয়োজন করলেন ডাফ্‌রিন—সাম্প্রদায়িক স্বার্থবুদ্ধি ও দ্বন্দ্বের বিষ ছড়িয়ে।

বনকর, খনিকর, হোম-চার্জ, সামরিক ব্যয়, মাদক প্রচার, কৃষক ও শ্রমিকের নির্যাতন—সকল আর্থিক শোষণের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের প্রতিবাদ তীব্রতর হয়। ভেদসৃষ্টির সকল ষড়যন্ত্রকে

তুচ্ছ ক'রে কংগ্রেসের দাবি আরও সরব, আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে—চাই স্বায়ত্ত-শাসন। কংগ্রেসের বাণীতে, কংগ্রেসের দাবিতে এক বিরাট জাতির সংহতি ও সংগ্রামের আয়োজন ধীরে ধীরে পূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। ভারতের প্রতি জনপদের হৃদয়ে একজাতীয়তার মন্ত্র ও মন্ত্রের উল্লাস শোনা যায়—একজাতি একপ্রাণ একতা।

(জনপদবাসী নরনারীর সম্মিলিত গীত)

জাগে নবভারতের জনতা
একজাতি একপ্রাণ একতা।

পুরুষ— একই স্বপনে-পাওয়া নূতন পথে
নারী— এক সুখে দুখে ধাওয়া নূতন রথে
মিলিত— আসে নব ভারতের আত্মার সারথী এ কংগ্রেস
নিশ্বাসে নিশ্বাসে আলোড়িয়া শত প্রাণ শত দেশ
মুক্তির এক তারে বাজে সেই বারতা
একজাতি একপ্রাণ একতা॥

পুরুষ— আমার চলার পথে বাঁশী দিল যে
নারী— আমার আঁধার ঘরে বাতি দিল যে
মিলিত— ভূভারত-অধিরাজ চিনিয়াছি তোমারে যে কংগ্রেস
নিজেরেও চিনিয়াছি, ঘুচাইলে মনোমাঝে মোহাবেশ
ধনী দীন মাঝে তুমি আনিয়াছ সমতা
একজাতি একপ্রাণ একতা॥

পুরুষ— তুমি স্তবধ্বনি শত দেব-দেউলের
নারী— শুভ্র মমতা তুমি তাজমহলের

পুরুষ— মহাভারতের তুমি নব হিমালয়
নারী— গঙ্গার ধারা তুমি কলগীতিময়
মিলিত— জাগ্রত জনগণ গৌরবে জানিয়াছে সে কথা
একজাতি একপ্রাণ একতা ॥

পুরুষ— হিন্দু-মুসলমান-অস্থির বজ্র এ কংগ্রেস
নারী— নবযুগসাধিকার চিত্তের শঙ্খ এ কংগ্রেস
মিলিত— শঙ্কা ও শৃঙ্খল অন্তরে ভাঙিল যে কংগ্রেস
নবসুরে নবরঙে কোটি প্রাণ রাঙিল যে কংগ্রেস
চেতনার স্পন্দনে ভাঙিয়াছে জড়তা
একজাতি একপ্রাণ একতা ॥

পঞ্চম অঙ্ক

সূত্রধার। এক মুক্তিকাম জাতির হর্ষ জেগে ওঠে ভারতবর্ষের মাটিতে, সাম্রাজ্যবাদীর ঘুম ভেঙে যায় বার বার, দুঃস্বপ্নে ও আতঙ্কে। নূতন শৃঙ্খল সৃষ্টির জল্পনা চলে, জাতিকে দু ভাগ করার চেষ্টা করেছিল ডাফ্রিন, মাটিকে দু ভাগ করার নতুন পরীক্ষা নিয়ে দেখা দিল সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতির আর এক দূত—কার্জন।

বাংলা দেশ দ্বিখণ্ডিত হ'ল, কংগ্রেস প্রতিবাদ করে, কার্জন ঘোষণা করেন—কংগ্রেসের মৃত্যু দেখে নিয়ে আমি দেশে ফিরে যাব। কিন্তু "বৃথা এ অনলভরা দুরন্ত বাসনা", বৃথা ভীতি আর হুঙ্কার, বৃথা রেগুলেশন আর নির্বাসন। সাম্রাজ্যবাদী হিংসার আঘাতকে বাংলার

প্রাণশক্তি প্রত্যুত্তর দেয়, ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়েও দেশপ্রেমী তরুণের প্রতিজ্ঞা বিচলিত হয় না। দেশের জনসাধারণ বিদেশী বর্জনের সঙ্কল্পে উদ্বুদ্ধ হয়, সারা জাতির চেতনায় বিদ্রোহের ঝড় জাগে। সারা জাতির প্রাণকে বন্দী করার দুরাশা নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীর অভিযান আরম্ভ হয়।

[বিদেশীদের প্রবেশ]

বিদেশী— আইন এবং শৃঙ্খলা
(মোদের) এই নিয়ে তো পথ চলা ॥
ওরে চপল প্রগল্‌ভ
নয় কলা এ নয় ছলা
শৃঙ্খলে ভাব্‌ শৃঙ্খলা ॥
ডেমোক্রেসির বাণী তোরা নতুন ক'রে শোন্‌
মিলবে না কেউ পরস্পর ভাই-ভাই বোন-বোন।
চলবে নাকো একতালে তাই
ওই কালা আর এই ধলা।
আইন এবং শৃঙ্খলা
এই নিয়ে তো পথ চলা ॥

[অন্ধকারময় মঞ্চের পিছনে পর্দার ওপর এক ছায়াছবি ফুটে ওঠে, গোপন বৈপ্লবিক সঙ্ঘের সদস্য অনেক তরুণ আসামী কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। হাতে হাতকড়া, সশস্ত্র শাস্ত্রী পাহারা দেয়। বিচারক প্রাণ-দণ্ডের আদেশ দেবার জন্য উঠে দাঁড়ায়]

বিপ্লবী— ওদের আইন ওদের থাক্‌, মোদের আইন স্বতন্তর
ঘুমায় যখন সকল দেশ আমরা রাখি মায়ের ঘর ॥

আনল যারা সর্বনাশ, আমরা শুধু তাদের ত্রাস
ধরতে কোন চরম পথ নেইকো মোদের শঙ্কা-ডর
ঘুমায় যখন সকল দেশ আমরা রাখি মায়ের ঘর ॥
যুক্তি-নীতির ধার ধারি না, মুক্তি শুধু লক্ষ্য যে
আমরা জানি পঙ্ক থেকে ফুটতে পারে পঙ্কজে
অন্ধকারেই পথ চলি, ভয় কি দিতে প্রাণ-বলি
মাতৃপূজার মন্ত্র শুধু ছড়িয়ে চলি দেশের 'পর
ঘুমায় যখন সকল দেশ আমরা রাখি মায়ের ঘর ॥

[হঠাৎ বিদেশীদের আবির্ভাব]

বিদেশী— পথ-ভোলাদের চলার পথে
আন্ ধ'রে জোর ক'রে
শেখা ওদের কানের কাছে
চেঁচিয়ে খানিক জোর গলা
আইন এবং শৃঙ্খলা
এই নিয়ে তো পথ চলা ॥

[দূরে দামামার শব্দ বাজে। বিদেশীদের বিস্মিত করে দেখা দেয়, একদল নরনারী। বিদেশী বর্জনের প্রতিজ্ঞা নিয়ে তারা এসেছে]

মিলিত— কর কর বিদেশীয় মানবেরে বর্জন
আপনার স্বাধীনতা নিজে কর অর্জন।
ভাই ভাই এক ঠাঁই
ভেদ নাই ভেদ নাই
মানিব না মোরা দুঃশাসনের তর্জন।
বর্জন ক'রে কর প্রতিষ্ঠা অর্জন ॥

পরগতবিত্তার ভুলে যাও লাঞ্ছন
ক্রীতদাস হয়ে কাঁচে ভেবো নাকো কাঞ্চন
ভাই ভাই এক ঠাঁই
ভেদ নাই ভেদ নাই
বিলাস-বস্ত্র কর ধুলায় বিসর্জন
আগুনে ভস্ম কর, কর পাপ বর্জন ॥

ভস্মের ধূলিজালে স্বদেশের অঙ্গন
ভ'রে দিক, মোরা সবে হেঁকে বলি প্রাণপণ
ভাই ভাই এক ঠাঁই
ভেদ নাই ভেদ নাই
জননীর পায়ে করি প্রাণ উৎসর্জন
সকলে মিলিয়া কর প্রতিষ্ঠা অর্জন ॥

[নেপথ্যে বহুকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি। বিদেশীর দল সচকিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, দূরে পালিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়]

বিদেশী— স্বর্ণশিকারী দল চল হে,
জয় জয় মনে মনে বল হে।
নতুন কুটিল পথে নব অভিযান করি
লুণ্ঠন-সম্ভারে বোঝাই করিব তরী
মজাব এ দেশ পুন কলহে
স্বর্ণশিকারী দল চল হে ॥

ষষ্ঠ অঙ্ক

সূত্রধার। বঙ্গভঙ্গ বাতিল হয়ে গেছে। মিলনের রাখীবন্ধনে বাঙালীর হৃদয় আবার এক হয়েছে।

মুক্তি কোন্ পথে?—কংগ্রেস আবার প্রশ্ন করে। সংগ্রামে, না আবেদনে? আবেদন-নিবেদনের ব্যর্থতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, প্রত্যাশার মোহ ভেঙেছে। বহু বিচার প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার বন্ধুর পথে কংগ্রেস তবু ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে। ১৯১৪ সালে ইউরোপে মহাসমরের দাবাগ্নি জ্ব'লে ওঠে। শাসক ইংরেজ ভারতবাসীর কাছে সাহায্যের আবেদন জানায়। মিথ্যা স্তোকবাণীর আশ্বাস দিয়ে ভারতের মৈত্রী ক্রয়ের চেষ্টা করে—বিনিময়ে যুদ্ধশান্তির পর ভারতবাসী নাকি আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করবে।

সন্দেহে ও বিশ্বাসে জাতির মন আন্দোলিত হয়। যুদ্ধবন্ধু ভারতের বুকে তখনও সাম্রাজ্যবাদের নির্যাতন বন্ধ হয় না, কংগ্রেস তবু ধৈর্য ধরে।

মহাসমর সমাপ্ত হয়। ভারতবাসী আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পায় নি। শুধু লাভ হ'ল রৌলট আইন ও আর এক দফা রিফর্ম।

সাম্রাজ্যবাদীর ছলনার ভ্রান্তি থেকে জাতি ধীরে ধীরে মুক্ত হতে থাকে। কংগ্রেসের হৃদয় এই কঠোর শিক্ষায় শুদ্ধ ও সুস্থ হয়ে নতুন পথ খোঁজে।

কোন্ পথে মুক্তি? কে দেখাবে পথ? নিঃস্ব নিরস্ত্র দেশ, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-শিল্পহীন দেশ, ঘরে-বাইরে ক্রীতদাসের জীবন। এই শোকাবহ তিমির-রাত্রির অন্ধতার মধ্যে কে আনবে উদয়াচলের আলোকের আশ্বাস? ..

ভারতের ইতিহাসে এই বেদনাময় মুহূর্তে পরিত্রাতারূপে দেখা দিলেন এক মহামানব—মহাত্মা গান্ধী।

[সকলের জয়ধ্বনি, আর্কেষ্ট্রায় অভিনন্দনের সুর]

পরম সত্যাগ্রহী গান্ধীজী দেখা দিলেন কৃষকের বন্ধুরূপে। তিনি দেখা দিলেন চম্পারণে কৃষকের বেশে। তিনি দেখা দিলেন আহমেদাবাদের শ্রমিক-বস্তিতে মজুরের বেশে। কৃষক ও মজুরের অধিকার নিয়ে তিনি সত্যাগ্রহ করলেন, জয়ী হলেন। ভারতের চাষী ও মজুরকে রাজনৈতিক সংগ্রামে প্রথম দীক্ষা দিলেন গান্ধীজী।

কংগ্রেসে যোগদান করলেন গান্ধীজী। ভারতের মুক্তির ইতিহাসে সে এক পরম শুভলগ্ন। কংগ্রেসের অঙ্গনে সংগ্রামের শঙ্খনাদ বেজে ওঠে—চাই স্বরাজ। সংগ্রামের নায়করূপে দাঁড়ালেন মহামানব গান্ধী।

হরতাল বয়কট—কংগ্রেসের ইঙ্গিতে সমগ্র হিন্দুস্থান সংগ্রামের আবেগে সাড়া দিয়ে ওঠে। সাম্রাজ্যবাদী হিংসার চরম বীভৎসতা সকল ছদ্মবেশ ছিঁড়ে প্রকাশ হয়ে পড়ে। নিরীহ নরনারী ও শিশুর রক্তে ভারতের জয়স্তম্ভের প্রথম পীঠভূমি রঙিন হয়ে ওঠে—জালিয়ানওয়ালাবাগ।

প্রাচীরে ঘেরা এক শান্ত উদ্যান। তারও চেয়ে শান্ত কয়েক সহস্র নরনারী। স্বরাজের প্রতিজ্ঞায় তারা একত্রিত হয়েছে। জাতির শ্রদ্ধেয় নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ জানাতে তারা এসেছে। বালক বৃদ্ধ যুবা সবাই এসেছে, কেউ না এসে থাকতে পারে না। স্বরাজের হাওয়া লেগেছে ভারতের তরুপল্লবে কিসলয়ে—স্বরাজ, স্বরাজ, এক অভিনব প্রতিজ্ঞার উৎসব।

(নরনারীর মিলিত সঙ্গীত)

সারা ভারতের মর্ম্মের বনে বনে
কে দিল সহসা এমন শিহর আনি।
স্বরাজের হাওয়া লাগিল কি শুভক্ষণে
ওঠে মর্ম্মরি নূতন যুগের বাণী ॥
স্বরাজের রঙ কুসুম হইয়া ফোটে
আঁধার বিদারি নূতনের আলো ছোটে
কেটে যায় মেঘ নির্ম্মল নভে হেরি
চির-অমলিন মুক্তির রূপখানি ॥
সারা ভারতের মর্ম্মের বনে বনে
কে দিল সহসা এমন শিহর আনি ॥

সারা ভারতের নদীতরঙ্গ জুড়ি নবসঙ্গীতধারা
সহসা শুনিয়া এ গাঢ় ঘুমের মাঝে জাগিয়া উঠিল কারা ?
জাগিয়া উঠিল গ্রামের মজুর চাষী
শহরের ধনী জাগে দীন উপবাসী
জাতির জীবন তরুণ তরুণী জাগে
আকাশে বাতাসে শোনে কি যে কানাকানি ॥
সারা ভারতের মর্ম্মের বনে বনে
কে দিল সহসা এমন শিহর আনি ॥

(প্রার্থনা)

সকল ব্রতের ব্রত স্বরাজের সত্য এ

মোদের বক্ষে দিল ধরা যে।

মোদের শপথ যত, মোদের শরণ শত

এক হয়ে মেলে আজ স্বরাজে।

ভারতের ইতিহাসে স্বপ্ন সফল হ'ল

স্বরাজে—ধন্য হ'ল ধরা যে॥

[প্রার্থনার সময়ে সকলের শির নত হয়ে আসে। অকস্মাৎ বিদেশীদের প্রবেশ ও আক্রমণ]

বিদেশী— ছি ছি একি যন্ত্রণা!

ধ্বনিয়া তোল মূঢ়-শাসনমন্ত্র

কর প্রয়োগ বশীকরণ-তন্ত্র

বিনীত কর দুর্বিনীতে

শান্ত হোক্ কুমন্ত্রণা॥

বিদ্রোহের ঝঞ্ঝা হোক স্তব্ধ

মূর্খদলে দেখাতে ভয় খানিক কর শব্দ

দুষ্টজনে জব্দ কর

শিষ্টেরে দাও সান্ত্বনা॥

প্রবল দাপে ব'স রাজার তক্তে

শিক্ষা দাও মূঢ় স্বরাজ-ভক্তে

অবাধ্যেরে বাধ্য করি

দুঃখ নাই এক কণা॥

আইন এবং শৃঙ্খলার অস্ত্র
প্রয়োগে কর বিদ্রোহীরে ত্রস্ত
থামাও অভিশপ্ত বাগে
পক্ষীরব-মূর্ছনা ॥

[আঘাতে আঘাতে জনতা জর্জরিত হয়, জালিয়ানওয়ালাবাগ স্তব্ধ হয়]

সপ্তম অঙ্ক

সূত্রধার। জালিয়ানওয়ালাবাগ—জাতির ললাটে মুক্তির নতুন রক্ত-তিলক। যোদ্ধৃর মূর্তি ধরে কংগ্রেস, নায়ক গান্ধীজী—সারা জাতি সংগ্রামের আহ্বান শোনে।

শত বৎসরের পরাধীন ভারতবর্ষ নতুন ঝড়ে উদ্বেল হয়ে ওঠে। জাগে কৃষক শ্রমিক, দেশীয় রাজ্যের প্রজা। জাগে আরণ্য আদিবাসী, ছাত্র ছাত্রী। জাগে ধনী দরিদ্র, কিশোর কিশোরী। পাশাপাশি সংগ্রাম করে হিন্দু মুসলমান। বহ্ন্যুৎসবে বিদেশী বস্ত্র ভস্ম হয়, পিকেটিঙে মাদকের পাপ অবরুদ্ধ। দাসত্বের সকল ব্যবস্থার সঙ্গে অসহযোগ। বিদেশী শাসক বিবেকহীন আক্রোশে ও আতঙ্কে মরিয়া হয়ে ওঠে। নির্বিচার নির্যাতনের পালা শুরু হয়। সকল বেদনা ধন্য করে, জাতির ঐক্যের পুণ্যে, এই সুমহিম সংগ্রামের ক্ষণে জন্ম নিল ভারতের জাতীয় পতাকা।

[জাতীয় পতাকার তলে একদল পল্লীবাসী নরনারীর সমাবেশ দেখা যায়। অর্কেষ্ট্রায় অভিনন্দনের সুর]

আমাদের সেই গ্রাম। গ্রামের জীবন বহু বৎসর অবসাদে ও ঘুমে পার হয়ে গেছে। আজ প্রথম গান্ধীজীর বাণী ও জাতীয়

পতাকায় আশীর্বাদ পেয়েছে ভারতের গ্রাম। আন্দোলনের জোয়ার লাগল গ্রামের হৃদয়ে, আবার জাগল গ্রাম। নতুন ক'রে জেগে উঠেছে শহর ও বন্দর। বিদেশী শাসনের পাপকে তারা চিনতে পেরেছে। আর ভুল নেই, আর ভয় নেই, আর যোগ নেই, পাপের সঙ্গে পূর্ণ অসহযোগ। ছাড় রাজপদ, ছাড় উপাধি, ছাড় বিদেশীর শিক্ষায়তন, বিচারভবন। ছাড় কলঙ্কিত পরশাসনের বন্ধন।

(অসহযোগ আন্দোলনে একদল নরনারী)

যোগ দেব না ও বিদেশী
তোমাদের ঐ ছন্দে।
পড়তে যে আর চাই না মোরা
ও ঘোর পাপবন্ধে॥
অসহযোগ পণ করেছি,
দেশের ডাকে মন ভরেছি
শনি হয়ে ঢুকতে যে আর
পারবে নাকো রন্ধ্রে।
পড়তে যে আর চাই না মোরা
তোমার পাপবন্ধে॥
আর ভ্রূকুটির ভয় করি না,
মন করেছি শক্ত।
তোমার আমার মাঝখানে বয়
আপন জনের রক্ত।
অসহযোগ পণ করেছি,
দেশের ডাকে মন ভরেছি

উপাধির ও বিষ প্রলোভন
ছাড়ছি মহানন্দে।
থাকব না আর কলঙ্কিত
দাসখতেরি বন্ধে॥

[বিদেশীদের প্রবেশ। মুক্তির প্রেরণায় চঞ্চল নরনারীর জনতাকে ঘিরে ধরে]

বিদেশী— হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার।
এস এস বন্ধনে
এস রেগুলেশনে,
বন্দী রে, এ দুরাশা ছাড়্।
আলোক বাতাস ধরি
সব পথ রোধ করি
খোলা রাখি শুধু কারাগার।
হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার॥

অষ্টম অঙ্ক

সূত্রধার। মানুষের মুক্তির স্বপ্নকে কারাগারে বেঁধে রাখা যায় না, কারামুক্ত সত্যাগ্রহীর দল নতুন পথের চিন্তা করে, নতুন সংগ্রামের প্রতীক্ষায় জাতির মন প্রস্তুত হতে থাক, সংগঠনের কাজ আরম্ভ হয়।

পূর্ণ স্বাধীনতা। অকস্মাৎ জাতির বুকে পূর্ণ আকাঙ্ক্ষার স্পন্দন জাগে। প্রতীক্ষার দিন ফুরিয়ে আসছে, সারা হিন্দুস্থানের আকাশে বাতাসে নতুন সংগ্রামের সুর শোনা যায়। কংগ্রেস আবার সমগ্র জাতিকে নতুন অগ্নিপরীক্ষায় ডাক দেয়। আইন-অমান্য সংগ্রাম—শিকল-ভাঙার সংগ্রাম, লক্ষ দীপশিখার মত জাতির চিত্ত জ্ব'লে ওঠে দিকে দিকে, হৃদয়ে হৃদয়ে, শহরে গ্রামে, মরু অরণ্যে।

সকল সংগ্রামের অগ্রনায়ক পরমসত্যাগ্রহী মহাত্মা গান্ধী চলেছেন সবার আগে, লবণ আইন অমান্য ক'রে এক মহাসংগ্রামের পুরশ্চারণ করতে—ডাণ্ডি অভিযান।

[অর্কেষ্ট্রায়—এক দুর্জয় সংকল্প ও আত্মোৎসর্গের প্রেরণার সুর]

সূত্রধার। সবরমতী থেকে ডাণ্ডি, শুরু হ'ল গান্ধীজীর অভিযান। তিনি চলেছেন সবার আগে আগে, তাঁর প্রতি পদক্ষেপে পথের মাটি পবিত্র হয়ে যাচ্ছে। এক ক্ষীণকায় কটিবাসসম্বল মুষ্টিবদ্ধযষ্টি স্বেদাক্ত-কলেবর বৃদ্ধ সূর্যালোকে ধূলিধূসর পথ হেঁটে চলেছেন। প্রণাম! প্রণাম! হে প্রবুদ্ধ ভারতের নেতা! তুমি সত্যের আগ্রহে সত্যবান, তুমি অভীক্। শান্ত রুদ্র তুমি। শতাব্দীর সকল কলুষের কালসংহার শিব তুমি। হে জাতির শঙ্কাহরণ নায়ক, কী উদাত্ত তোমার রূপ, মানবজাতির ইতিহাসে তোমার এই রূপ মুদ্রিত হয়ে রইল অক্ষয় অক্ষরে।

সংগ্রাম আরম্ভ হয়, এক বিরাট জাতির অভ্যুত্থানের দৃশ্যে বিদেশী শাসক চমকে ওঠে, আপোস ও চুক্তি করে। সংগ্রামের সাময়িক বিরামের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন—জাতির দাবি জ্ঞাপন করেন।

ব্যর্থমনোরথ গান্ধীজী ফিরে আসেন। চুক্তির সত্য ভঙ্গ ক'রে বিদেশী শাসক আবার জাতিকে আঘাত করে।

আবার আইন-অমান্য সংগ্রাম আরম্ভ হয়। ন্যায়হীন আইনের ভীতি জাতির সত্যাগ্রহের নিশ্বাসে ধূলি ধূলি হয়ে উড়ে যায়, নিরস্ত্র জাতি শাসকের অস্ত্রের দম্ভকে অবাধে তুচ্ছ করে।

ভারতের গ্রামে গ্রামে সংগ্রামের শঙ্খ বাজে। ঘরে ঘরে শহীদের আবির্ভাব। ঘরের ছেলেরা দলে দলে বন্দী হয়েছে, মৃত্যুবরণ করেছে। তবু রণক্ষেত্র শূন্য হয় না। স্বাধীনতার পতাকা দুই হাত তুলে ভারতের ইতিহাসে দেখা দেয় এক নতুন আবির্ভাব, জাগ্রতা শক্তি, বীরনারী, দেশসেবিকা, সংগ্রামিকার দল।

নারী— চল মুক্তির আহ্বানে সংগ্রামিকা।
এস জনপদবধূ, জননী ও সহোদরা,
মুক্তি-কেতন উড়ে, এস এস কর ত্বরা
সপ্ত লক্ষ গ্রাম হোক নয়নাভিরাম
চঞ্চল পদপাতে এস গ্রামিকা॥
অঙ্গে না থাকে থাক্ কিঙ্কিণী আভরণ
অগ্নিশিখায় ভালো না থাকাই আবরণ
ঘরের আরতি হও পথে প্রলয়ঙ্করী
নব সাধনায় হও নবসাধিকা॥
স্বাধীনতা-বেদীমূলে মোরা নব দীপশিখা
তুচ্ছ করিয়া চলি হিংসার বিভীষিকা
এই নব স্বরাজের স্বাহা-স্বরূপিণী মোরা
চেতনা ও শক্তির মোরা ধারিকা॥

বিদেশী— ঘর-ছাড়া নারী, পিছনে চাও,
তোমার কুটিরে আগুন দিয়েছি
ভস্ম কি তার দেখিতে পাও ॥

নারী— পিছনে চাই না মোরা,
সমুখে মোদের গতি
নিরাশার অন্ধকারে জ্বেলে যাই দীপারতি ॥

বিদেশী— ঘর-ছাড়া নারী, পিছনে চাও,
ঘরে ঘরে ওঠে শিশুর কান্না
কান পেতে তাহা শুনিয়া যাও ॥
গোলায় শস্য ছিল সঞ্চয়
দেখ দাউ দাউ পুড়িছে তাও
থালা ঘটি বাটি বাসন কোসন
নীলামে সকলি হ'ল উধাও ॥

নারী— বিকায় নি আমাদের কিছু যে
বিকালো তোমার শুধু ছলনা।
তোমার দম্ভ মোর আগুনে
পুড়ে ছাই হ'ল কি না বল না ॥

বিদেশী— ঢের হয়েছে, দম্ভ ভালো নয়,
পেটের ছেলে নির্বাসনে
করছে জীবন ক্ষয়।

মাঠের লাঙল মাঠেই প'ড়ে
ঘরের মানুষ উপোষ করে,
উজ্জল তোমার আঙিনা যে
দিনেই আঁধারময় ॥

নারী— ক্ষণিক আলো কাম্য কভু নহে
নিভিয়া সে যে যায়।
বাহিরে চির আলোক-বন্যা বহে
নূতন সাধনায়।
সে আলো হাতে পরম সমারোহে
ফিরিব পুনরায় ॥

বিদেশী— ভ্রান্ত রমণী, তবে তাই হোক, হোক তাই
স্বর্ণরত্ন ভেবে নিতেছ ভস্ম-ছাই।
তোমাদের মূঢ়তার এই তো পুরস্কার
সাধ ক'রে নিতে চাও আমাদের দায় নাই।

নারী— তবু মানিব না হার সংগ্রামিকা।
জাগ্রত এ ভারতে আমাদের জয়রথ
কে রোধিবে গতি তার, প্রস্তুত হ'ল পথ,
স্বাধীনতা-স্বাধিকার আমাদের উপহার
দেশজননীরে মানি প্রাণ-অধিকা ॥
তোমাদের সুশাসনে মাদকতা মৃত্যুর
ছোঁব না ছোঁব না ও যে কূটবিষে ভরপুর।

আমাদের জন্য তোমাদের পণ্য
শুধুই ঘৃণ্য নয়—প্রাণ-দাহিকা ॥

বিদেশী— আপনি সাক্ষী তুমি থেকো থেকো ভগবান,
রাখিতে বাধ্য মোরা আইনের সম্মান
রাজবিদ্রোহী যারা তোমার শত্রু তারা
তাহাদের বিমূঢ়তা করবই খানখান ॥

নবম অঙ্ক

সূত্রধার। দিন যায়, মাস যায়, বৎসর ফুরিয়ে যায়, বিদেশীর শাসক শখের স্বপ্ন দেখে—কংগ্রেস বুঝি শেষ হয়ে গেছে। জাতির আকাঙ্ক্ষাকে শতভাবে অপমান করে, নিত্য নতুন নির্যাতনের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে ওঠে বিদেশী শাসক। আর এক দফা শাসন-সংস্কারে জাতির স্বাধীনতা-স্পৃহাকে ছলনা করার চেষ্টা করে।

মুক্তির স্বপ্নকে, পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শকে ধ্যানে ধ'রে রাখে কংগ্রেস, জাতিকে সংগঠন করে। নতুন শাসনতন্ত্রের নির্বাচন-দ্বন্দ্বে জাতির প্রতিনিধি কংগ্রেস জয়লাভ করে।

আসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আবার দরিদ্র ভারতের সর্বস্ব সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের যুদ্ধে উৎসর্গ করার আয়োজন হয়।

কংগ্রেস প্রশ্ন করে, কিসের যুদ্ধ? পরাধীন জাতির মুক্তির আশ্বাস আছে কি এই যুদ্ধে?

ক্রীপস্ প্রস্তাবে দূষিত সাম্রাজ্যবাদী বিবেকের প্রতিধ্বনি

উত্তর দেয়—বন্ধুজাতিরূপে নয়, স্বাধীন জাতিরূপে নয়, দাসজাতি-রূপে ভারতবর্ষ যুদ্ধের সহযোগিতা করুক।

সাম্রাজ্যবাদীর আহ্বান প্রত্যাখ্যান ক'রে আপন মুক্তিযুদ্ধের আহ্বান করে কংগ্রেস, চল্লিশ কোটি নিপীড়িত নরনারীর মুক্তির যুদ্ধ। পৃথিবীর সমগ্র মনুষ্যজাতির মুক্তির আদর্শ নিয়ে ইতিহাসের প্রথম সংগ্রামের বাণী ঘোষণা করে কংগ্রেস।

জাতি প্রস্তুত হয়, একদিকে হাজার বৎসরের সভ্য মানবতার লীলাভূমি ভারতবর্ষ, এক নিরস্ত্র হৃতসর্বস্ব পরশাসনপীড়িত দেশ। আর একদিকে হিংস্র অস্ত্রের সমারোহে, পরস্বশোষণের লোভে দম্ভে ও হীনতায় নিষ্ঠুর সাম্রাজ্যবাদ।

সত্যাগ্রহের শৌর্যে দীক্ষিত ভারতের কোটি কোটি প্রাণ শত জালিয়ানওয়ালাবাগের আগুনে ঝাঁপ দেবার জন্য প্রস্তুত হয়। ধৈর্যের দিন সমাপ্ত। মুক্তির মহালগ্ন আগত। দূরে যাও, দূরে যাও বিবেকহীন প্রভুত্বের স্পর্ধা। করিব, না হয় মরিব—জাগ্রত মহাজাতির হৃদয়ে অটল সংকল্প ধ্বনিত হয়। তিন শত বছরের পরশাসনের বিভীষিকা—ভারতভূমি ছাড় এবার।

সত্যাগ্রহী— মহাসমরের দাস নহি মোরা
আমরা করি না ভয়।
মহাজাতি মোরা মুক্তির পথ
চিনি ভাল নিশ্চয়॥
তোমার দেওয়া ও দ্বারপাল-সাজ
পরিয়া আমার কিবা হবে আজ,
আমার দেশের রক্ষামন্ত্র
বুকে আছে নির্ভয়॥

সে মন্ত্র আছে চরকা-লাঙলে

: আছে কোটি কোটি প্রাণে,

হিংসাবিহীন শক্তিতে আছে

লাখো প্রাণ-বলিদানে।

নব বলে বলী মোরা ভাইবোন,

তব বরাভয়ে নাই প্রয়োজন,

(তোমার) যাবার সময় হয়েছে এখন

দ্বার ছাড় মহাশয়॥

বিদেশী— হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার।

শৃঙ্খলা-শৃঙ্খলে সিধা রাখ চারিধার॥

পাপেরে নির্বাসন দিয়া কর সুশাসন

ভণ্ডের দলে দাও শতেক পুরস্কার

গড়া আইনের মান করে যারা খানখান

যোগ্য তাদের স্থান সুকঠিন কারাগার।

হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার॥

[জাতীয় পতাকা হাতে তুলে সংগ্রামে দীক্ষা নেবার জন্য একদল সত্যাগ্রহী নরনারীর আবির্ভাব]

সত্যাগ্রহী—

বন্ধন-ভয় তুচ্ছ করেছি উচ্চে তুলেছি মাথা,

আর কেহ নয় জেনেছি মোরাই মোদের পরিত্রাতা।

করিব অথবা মরিব—এ পণ

ভরিয়া তুলেছে ভারত-ভুবন,

স্বপ্নের মাঝে শুনিতেছি যেন স্বাধীন ভারতগাথা
জয় জয় জয় ভারতের জয় জয়তু ভারতমাতা ॥

শুনিতেছ নাকি শৃঙ্খল ওই ভাঙিতেছে খানখান
মুক্তিকেতন উড়িছে আকাশে তারি বন্দনাগান।
করিব অথবা মরিব—এ পণ
ভরিয়া তুলেছে ভারত-ভুবন
লক্ষ প্রাণের বলিবেদীমূলে নূতন আসন পাতা।
জয় জয় জয় ভারতের জয় জয়তু ভারতমাতা ॥

॥ বন্দে মাতরম্ বন্দে মাতরম্ বন্দে মাতরম্ ॥

কংগ্রেস-সাহিত্য-সংঘের পুস্তকাবলি